গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নড়াইল সদর উপজেলা পরিষদের তথ্য, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট বই

উপজেলা পরিষদ, নড়াইল সদর

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

উপজেলা পরিষদ
নড়াইল সদর, নড়াইল ।
অক্টোবর ২০১৭ খ্রিঃ ।

নড়াইল সদর উপজেলা পরিষদের তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই

উপজেলা পরিষদ

নড়াইল সদর, নড়াইল।

১. **উপদেষ্টা**
মো: কবিরুল হক (মুক্তি)
জাতীয় সংসদ সদস্য
৯২, নড়াইল-১।

২. মো: শেখ হাফিজুর রহমান
জাতীয় সংসদ সদস্য
৯৩-নড়াইল-২।

৩. **প্রকাশনা কমিটি**

জনাব [illegible] সেন ভাইস চেয়ারম্যান নড়াইল সদর।	-	আহ্বায়ক।
জনাব মো:ওবায়দুল্লাহ ভাইস চেয়ারম্যান নড়াইল সদর, নড়াইল	-	সদস্য।
জনাব মো:আজিজুর রহমান ভূইয়া চেয়ারম্যান, চন্ডিবরপুর ইউনিয়ন পরিষদ।	-	সদস্য।
জনাব বুলবুল আহমেদ চেয়ারম্যান, শেখহাটি ইউনিয়ন পরিষদ।	-	সদস্য।
জনাব রিয়াজুল ইসলাম (চঞ্চল) চেয়ারম্যান, হবখালী ইউনিয়ন পরিষদ।	-	সদস্য।
জনাব মো:আবুল কাশেম পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, নড়াইল সদর	-	সদস্য।
জনাব মো:শহীদুল ইসলাম উপজেলা কৃষি অফিসার, নড়াইল সদর।	-	সদস্য।
জনাব আবু হেনা মোস্তফা কামাল উপজেলা শিক্ষা অফিসার, নড়াইল সদর।	-	সদস্য।
জনাব সৈয়দ মো:আজিম উদ্দিন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, নড়াইল সদর।	-	সদস্য।
জনাব মো: তরিকুল ইসলাম উপজেলা সমবায় অফিসার, নড়াইল সদর।	-	সদস্য।
জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ উপজেলা প্রকৌশলী নড়াইল সদর।	-	সদস্য সচিব।

৪. **সম্পাদক**
সালমা সেলিম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
নড়াইল সদর, নড়াইল।

৫. **আর্থিক সহযোগিতা**
উপজেলা রাজস্ব তহবিল

❖ **সার্বিক তত্ত্বাবধান**
মো: মনিরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান,
নড়াইল সদর, নড়াইল।

৬. **প্রকাশকাল**
অক্টোবর ২০১৭ খ্রিঃ।

৭. **মুদ্রণে**
শরীফ প্রিন্টিং প্রেস, যশোর।

বাণী

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ভূমিকা অন্যতম সকল বিভাগের পাশাপাশি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় স্থানীয় সম্পদ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে একটি সমন্বিত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচির প্রয়োজন। এ প্রয়োজনীয়তার বিচারে বর্তমান সরকার দেশের সকল উপজেলায় তৃণমূলভাবে উন্নয়ন চাহিদা নির্ধারণ, সম্পদসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সম্ভাব্য বিণিয়োগ প্রস্তাবের সমন্বয়ে উপজেলা পর্যায়ে তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। নি:সন্দেহে এ কাজটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হিসাবে উপজেলা পরিষদ একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে রুপ নিবে মর্মে আশা করা যায়। স্থানীয় পর্যায়ে প্রস্তুতকৃত এ পরিকল্পনা ও বাজেট দেশব্যাপী সুষম উন্নয়ন সাধনে জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের জাতীয় প্রচেষ্টার সম্পূরক হিসেবে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে ও নড়াইল-১ নির্বাচনী এলাকার জনগনের পক্ষ হতে নড়াইল সদর উপজেলার টেকসই উন্নয়ন সাধনের জন্য উপজেলা পরিষদের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের এ সম্মিলিত প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ কবিরুল হক মুক্তি
মাননীয় সংসদ সদস্য
নড়াইল-১

বাণী

নড়াইল সদর উপজেলায় টেকসই উন্নয়ন সাধনে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ভূমিকা অপরিসীম। এ জন্য সরকারের সকল বিভাগের পাশাপাশি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় স্থানীয় সম্পদ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে একটি সমন্বিত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন অতীব প্রয়োজন। এ প্রয়োজনীয়তার বিচারে বর্তমান সরকার দেশের সকল উপজেলায় স্থানীয়ভাবে উন্নয়ন চাহিদা নির্ধারণ, সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সম্ভাব্য বিণিয়োগ প্রস্তাবের সমন্বয়ে উপজেলা পর্যায়ে তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। এ কর্মটি সম্পাদিত হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠণে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে উপজেলা পরিষদ সক্ষমতা অর্জনের শীর্ষ সোপানে অবস্থান করবে মর্মে আশা করা যায়। স্থানীয় পর্যায়ে প্রস্তুতকৃত এ পরিকল্পনা ও বাজেট দেশব্যাপী সুষম উন্নয়ন সাধনে জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ক্ষুধা, দারিদ্র ও বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের জাতীয় প্রচেষ্টার সম্পূরক হিসেবে কাজ করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে ও নড়াইল-২ নির্বাচনী এলাকার জনগনের পক্ষ হতে নড়াইল সদর উপজেলার টেকসই উন্নয়ন সাধনের জন্য উপজেলা তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রস্তুতের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের এ সম্মিলিত প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করছি।

এ্যাড. শেখ হাফিজুর রহমান
মাননীয় সংসদ সদস্য
নড়াইল-২

বাণী

প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার অন্যতম নিয়ামক শক্তিশালী স্থানীয় সরকার। মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর জন্য যেমন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গুরুত্ব আছে, ঠিক তেমনি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ ও সুষম উন্নয়ন সাধনের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারি-বেসরকারি সম্পদ ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ এবং তার আদলে স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন যেমন জরুরী তেমন উন্নয়নের জন্য এ কর্মসূচির বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারে। এতে করে দেশব্যাপী একটি সর্বাত্মক ও বৈষম্যহীন উন্নয়নের স্রোতধারা প্রবাহিত হবে এবং সরকারের পরিবেশ সহায়ক টেকসই উন্নয়নের (SDG)অঙ্গীকার বাস্তব রূপ লাভ করবে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে ও নড়াইল জেলা প্রশাসনের পক্ষ হতে নড়াইল সদর উপজেলার সার্বিক উন্নয়ন সাধনের জন্য উপজেলা তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রস্তুতের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। এ কাজে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য আমি নড়াইল সদর উপজেলার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পরিশেষে, আমি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বই প্রস্তুতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী)
জেলা প্রশাসক
নড়াইল।

বাণী

যে কোন এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রথমেই জানা প্রয়োজন ঐ এলাকার সমস্যা ও সম্ভাবনাসমূহ। বিদ্যামান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে প্রাপ্ত সম্পাদের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব। সেজন্য প্রয়োজন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা। নড়াইল সদর উপজেলা পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কাজটি করলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। পূরণ হবে জনমানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা। বেড়ে যাবে মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান। এগিয়ে যাবে দেশ, অর্জিত হবে রুপকল্প-২০২১, এসডিজি-২০৩০ এবং রুপকল্প-২০৪১।

(মোঃ সিদ্দিকুর রহমান)
উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,
নড়াইল।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের অন্যতম নড়াইল জেলার তিনটি উপজেলার এবং বাংলাদেশের ৪৮৭ টি উপজেলার অন্যতম একটি উপজেলা হলো নড়াইল সদর। নড়াইল সদর উপজেলা ২৩°০২´ এবং ২৩°১৭´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°২৩´ এবং [illegible] পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। নড়াইল জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা সমৃদ্ধ উপজেলা।

তেরটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে উপজেলাটি গঠিত। পূর্বে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলা, উত্তরে মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর উপজেলা, পশ্চিমে যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলা এবং দক্ষিণে নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলা। চিত্র মধুমতি, নবগঙ্গা এই নড়াইল সদর একটি প্রাচীন উপজেলা।

তৃণমূল পর্যায় থেকে জনসাধারণের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুত্ব অনেক। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান জনগণের চাহিদা অনুসারে সেবা সরবরাহ কর হলে জনগণের জীবন মানের ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব। একটি গ্রহণযোগ্য কৌশল হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিগণের সাথে মতিবিনিময় উপজেলা পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি জনগণের দোর গোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। সীমিত সম্পদ দ্বারা অসীম চাহিদাকে পূরণের মত অসাধ্য কাজ করে যাচ্ছে কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধি গণ। ফলে স্থানীয় জনগণের সমস্যা, বাস্তবতা ও চাহিদার যেমন প্রতিফলন ঘটে, তেমনি অধিকতর জন অংশীদারিত্ব সৃষ্টি এবং গণতন্ত্রের ভিত অধিকতর শক্তিশালী হয়। যার মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা জীবন-জীবিকা, অবকাঠামো ও সুশাসনের কাজ সুচারুরূপে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি দক্ষ ও বিজ্ঞান সম্মত প্রজন্ম গড়ে তুলতে উপজেলা পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে উপজেলা সমন্বিত পরিকল্পনা উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল সরকারের অনুদান এবং বিভিন্ন বিভাগের সম্পদ সমূহ নিয়ে একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় আনতে পারলে জনগণকে সঠিকভাবে সেবা প্রদান সহজতর সহ দৃশ্যমান উন্নয়ন সম্ভব হবে। এ বিষয়কে সামনে রেখে এবং উপজেলা আইনের নির্দেশনা অনুসরণ করে উপজেলা পরিষদের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বইটি প্রণয়নে তথ্য দিয়ে সহায়তা করার জন্য উপজেলায় কর্মরত সকল বিভাগ, এনজিও এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। বইটি প্রকাশে উপজেলা নির্বাহী অফিসার অক্লান্ত পরিশ্রম ও সার্বিক সহায়তা প্রদান করায় তাকে উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সর্বোপরি নড়াইল সদর উপজেলার সার্বিক তথ্য সম্বলিত পরিকল্পনা বইটি অত্র উপজেলার সমন্বিত উন্নয়নে অভূতপূর্ব অবদান রাখবে সেই প্রত্যাশা করছি।

(মো: মনিরুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
নড়াইল সদর, নড়াইল।

আমাদের প্রত্যাশা

একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসাবে এই উপজেলার উন্নয়নের অংশীদার হিসাবে সম্পৃক্ত করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। যে কোন উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সঠিক পরিকল্পনা করা। আমাদের মত দরিদ্রসঙ্কুল [illegible] একটি দেশের জনগনের বিশাল চাহিদার অনুকুলে সীমিত সম্পদের মাধ্যেমে মেটানো আকাশ কুসুম কল্পনার মত। তার পরেও আমরা মনেকরি এই অসীম চাহিদাকে সীমাবদ্ধ সম্পদ দিয়ে মানসম্মত কাজ করার জন্য উপজেলা পরিষদের পাশাপাশি স্থায়ী কমিটি গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। এর ফলে উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর অধিক গুরুত্বারোপের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিসহ সরকারী কর্মকর্তাগণ জনস্বার্থে তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে প্রয়াস পাচ্ছে। ফলে নড়াইল সদর অনুকরণীয়/অনুসরণীয় উপজেলায় উপনীত হয়েছে বলে আমি আশা রাখি। উপজেলা পরিষদকে আরও কার্যকরী করার স্বার্থে উপজেলা রাজস্ব তহবিলের অর্থানে উপজেলা পরিষদের তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যা আশার কথা। পরিশেষে পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

মোঃ ওবায়দুল্লাহ
ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
নড়াইল সদর, নড়াইল।

আমাদের প্রত্যাশা

প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ, সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার দৃঢ় অঙ্গিকার নিয়ে উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নড়াইল সদর উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে উপজেলা রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে উপজেলা পরিষদের তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যা আশার কথা। নড়াইল সদর উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে ধন্য মনে করছি। উপজেলার নারী সমাজের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে নিজেকে নিবেদিত কর্মী হিসাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নড়াইল সদর উপজেলার পরিষদ একটি মডেল উপজেলা পরিষদ হবে এ আশা ব্যক্ত করছি। পরিশেষে পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

(স্বপ্না সেন)
ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
নড়াইল সদর, নড়াইল।

আমাদের প্রত্যাশা

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ আইন, ২০০৯ (৩০ জুন ২০১০ তারিখে সংশোধিত) কার্যকর হয়েছে। এ আইনের আওতায় উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিধিমালা, ২০১০, উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণের (দায়িত্ব, কর্তব্য ও ভাতাদি সুবিধা) বিধিমালা, ২০১০, উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন ও অনুমোদন) বিধিমালা ২০১০, উপজেলা পরিষদ চুক্তি ও সম্পাদনবিধিমালা ২০১০ এবং উপজেলা পরিষদ (সম্পত্তি হস্তান্তর, রক্ষণাবেক্ষন ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব বিধিমালা প্রণয়নের ফলে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন ও জনকল্যাণ নিশ্চিত হবে। মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌছানোর জন্য যেমন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গুরুত্ব আছে, তেমনি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ ও সুষম উন্নয়ন সাধনের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারি-বেসরকারি সম্পদ ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ এবং তার আদলে স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন যেমন জরুরী তেমন উন্নয়নের জন্য দেশব্যাপী একটি সর্বাত্মক ও বৈষম্যহীন উন্নয়নের স্রোতধারা প্রবাহিত হবে এবং সরকারের পরিবেশ সহায়ক টেকসই উন্নয়ন (SDG) অঙ্গীকার বাস্তব রূপ লাভ করবে।

উপজেলা পরিষদকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সে জন্য নড়াইল সদর উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে একটি পরিকল্পনা বই তৈরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

জনগণের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্বমূলক পদ্ধতিতে তৃণমুল পর্যায়ে জণগনের মতামত নিয়ে চাহিদা নির্ধারণ পূর্বক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে নড়াইল সদর উপজেলার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে উপজেলায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাদের যে উদ্যোগ লক্ষ্য করেছি তাতে আশা করতে পারি নড়াইল সদর একটি আদর্শ উপজেলায় পরিণত হবে। সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জনমানুষের কাজ করলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। এগিয়ে যাবে দেশ, অর্জিত হবে রুপকল্প-২০২১।

পরিশেষে, নড়াইল সদর উপজেলা পরিষদ সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিগণসহ সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে এ পরিকল্পনা প্রণয়নে অমূল্য অবদান রাখার জন্য প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

সালমা সেলিম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
নড়াইল সদর, নড়াইল।

উপজেলা পরিচিতি ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট

১২. উপজেলা রিসোর্স সেন্টার	৫৪
১৩. যশোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ (নড়াইল জোনাল অফিস, তালতলা, নড়াইল)	৫৫
১৪.একটি বাড়ী একটি খামার (পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক)	৫৫
১৫.উপজেলা শিক্ষা প্রকৌশল	৫৬
১৬.আনসার ও ভিডিপি	৫৬
নড়াইল পৌরসভার সাধারণ তথ্য	৫৭
সদর উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা- ২০১৭-২০২২	৫৮
নড়াইল সদর উপজেলা ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের সাধারণ তথ্য ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	৬৯
০১. মাইজপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তথ্য	৭০
০২.হবখালী ইউনিয়ন পরিষদ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তথ্য	৯১
০৩.চন্ডিবরপুর ইউনিয়ন পরিষদ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তথ্য	১০৫
০৪.আউড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তথ্য	১৩৫
০৫.শাহাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তথ্য	১৫৭
০৬. তুলারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তথ্য	১৭৪
০৭. শেখহাটি ইউনিয়ন পরিষদ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তথ্য	১৮২
০৮. কলোড়া ইউনিয়ন পরিষদ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তথ্য	১৮৯
০৯. সিংগাশোলপুর ইউনিয়ন পরিষদ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তথ্য	২০২
১০. ভদ্রবিলা ইউনিয়ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বহি তথ্য	২০৮
১১. বাঁশগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তথ্য।	২২৩
১২.বিছালী ইউনিয়ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তথ্য।	২৩৩
১৩ মুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তথ্য।	২৫৪

২০১৭-২২ অর্থ বছরের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রেক্ষিত

০১. রূপকল্প (Vision)	২৬৮
০২. উপজেলার পাঁচটি প্রধান সমস্যা বা সেক্টর চিহ্নিত করে প্রতি বছরের অগ্রাধিকার তালিকা নিম্নরূপ	২৬৮

উন্নয়ন প্রস্তাব

স্থায়ী কমিটি ভিত্তিক পরিকল্পনা (প্রস্তাবনা)

০১. কৃষি ও সেচ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	২৭০
০২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	২৭৯
০৩.(ক) স্বাস্থ্য বিষয়ক	২৮১
০৩.(খ) পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক	২৮২
০৪. যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	২৮৩
০৫. মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	২৮৪
০৬.(ক) মৎস্য বিষয়ক	২৮৫
০৬.(খ) প্রাণি সম্পদ	২৯২
০৭. জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	২৯৪
০৮. যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	২৯৫
০৯. মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	২৯৬
১০.সমাজকল্যাণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	২৯৭
১১.(ক)পল্লী উন্নয়ন	৩০১
১১.(খ)সমবায় বিষয়ক	৩০৩
১২. বন ও পরিবেশ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	৩০৪
১৩.প্রকল্প বাস্তবায়ন	৩০৫

২০১৭-২২ অর্থ বছরের বাজেট

০১. বাজেট প্রনয়ন পদ্ধতি ঃ	৩০৭
মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতি	৩১৩

নড়াইল সদর উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ২০১৭।

সুচি পত্র।

বিষয়

ভূমিকা ও উপজেলা পরিচিতি
০১.ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট
০২.সাহিত্য-সংস্কৃতি
০৩.খেলাধুলা ও বিনোদন
০৪. নদ-নদী
০৫.যোগাযোগ ব্যবস্থা
০৬. পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্দেশ্য
০৭. উপজেলা তথ্য,পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের ধাপ সমূহ
০৮. বার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রণয়েনর সীমাবদ্ধতা সমূহ

তথ্য সম্ভার
০১. ভূমিকা
০২. উপজেলার সাধারণ তথ্য

হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের সাধারণ তথ্য
০১. উপজেলার অবকাঠামো বিষয়ক তথ্যাদি (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ-এলজিইডি)
০২.স্বাস্থ্য বিভাগ
০৩. পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ
০৪. মৎস্য বিভাগ
০৫. উপজেলা সমাজকল্যাণ বিভাগ
০৬.উপজেলা যুব উন্নয়ন বিভাগ
০৭. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা
০৮. উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা
০৯.উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস
১০. উপজেলা কৃষি ও সেচ
১১. উপজেলা বন অফিস
১২. উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
১৩. উপজেলা মহিলা বিষয়ক
১৪.উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস
১৫.উপজেলা সমবায় অফিস
১৬.উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস
১৭.পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ)

অহস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের সাধারণ তথ্য
০১.উপজেলা ভূমি অফিস
০২.উপজেলা নির্বাচন অফিস
০৩ .উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস
০৪. খাদ্য অফিস
০৫. উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
০৬.ভূমি রেজিস্ট্রেশন
০৭.বাংলাদেশ ডাক বিভাগ
০৮.টেলিযোগাযোগ
০৯. ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স
১০. উপজেলা পাট অফিস
১১. পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন

১. ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট ঃ

[illegible] ও ভবিষ্যত কর্মকান্ডের মধ্যে সেতু বন্ধন সৃষ্টি করাকে বুঝায়। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য [illegible] বাংলাদেশের প্রধান প্রধান উন্নয়ন পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা [illegible] গুরুত্ব পেয়ে আসছে। অতীতের এ ধারাবাহিকতায় উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ ও ২০১১ সালে [illegible] উপজেলা সমূহের জন্য একটি বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যেহেতু [illegible] জন্য করা হয়, সেহেতু কোন দায়িত্বগুলো কখন করা হবে তা নির্ধারন করার সুবিধার্থে এটা করা [illegible] শুরুতেই নির্ধারিত দায় দায়িত্বের মধ্য হতে কোনটা সময়ের জন্য কোন প্রধান্য দেয়া হবে বা [illegible] সুনির্দিষ্ট করে নিলে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়। পরিকল্পনা প্রনয়নে জাতীয় বা [illegible] দিকে গুরুত্ব আরোপ করা এবং নিম্ন-উর্ধমূখী (bottom up approacla) পদ্ধতি অনুসরন করা হয়। [illegible] বিষয়বস্তু মধ্যে একটি হচ্ছে সম্পদের সুষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত করা। নড়াইল সদও উপজেলা পরিষদ খাত ভিত্তিক [illegible] সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন খাতকে বিবেচনা পূর্বক স্থানীয় পর্যায়ে বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক [illegible] উপজেলা প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

নড়াইল সদর উপজেলার মানচিত্র

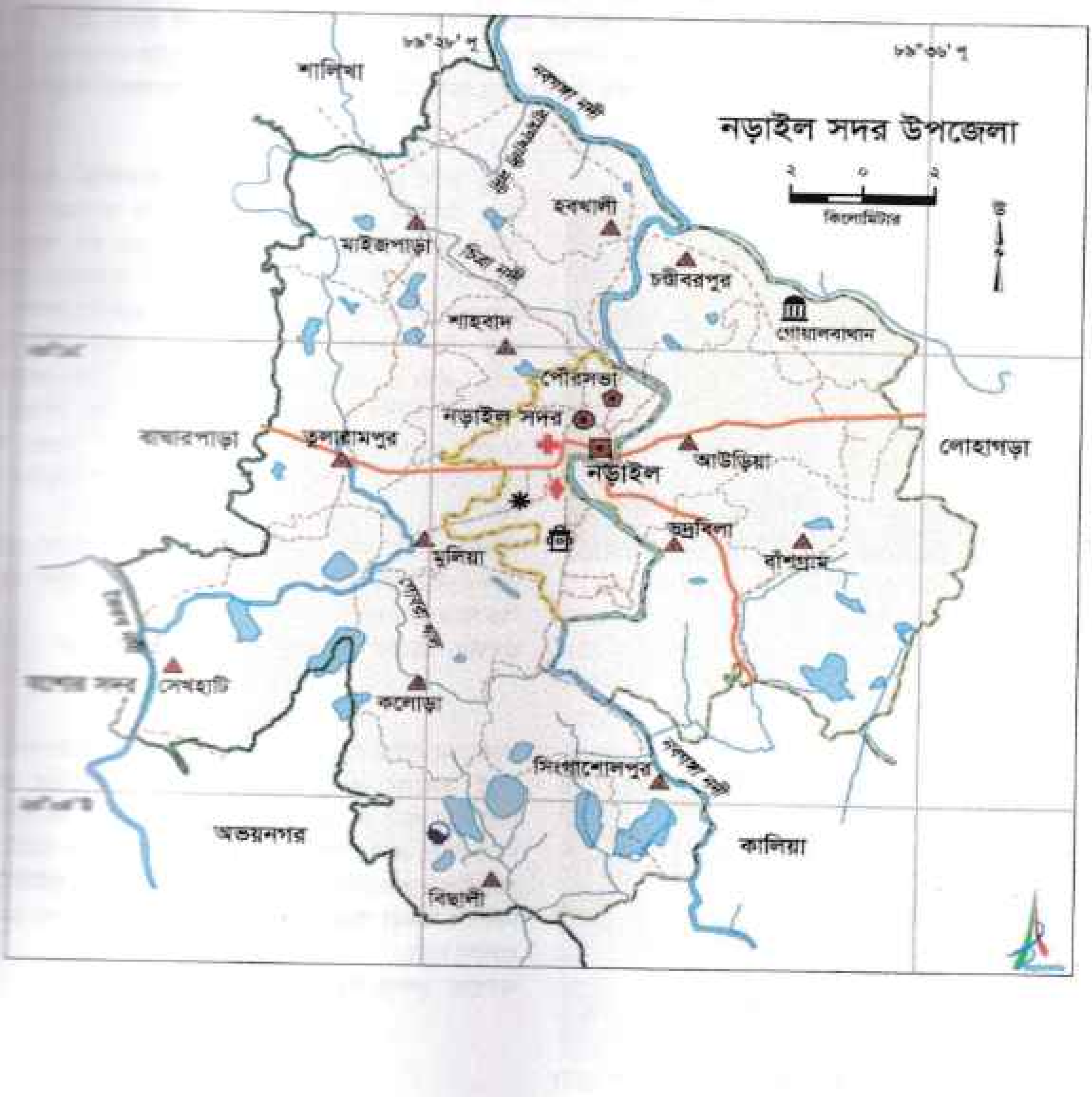
৮৯°২৮' পূ
৮৯°৩৬' পূ
নড়াইল সদর উপজেলা
২ ০ ২
কিলোমিটার
উ
শালিখা
নবগঙ্গা নদী
চিত্রা নদী
হবখালী
মাইজপাড়া
চন্ডীবরপুর
গোয়ালবাথান
শাহবাদ
পৌরসভা
নড়াইল সদর
বাঘারপাড়া
তুলারামপুর
নড়াইল
আউড়িয়া
লোহাগড়া
ভদ্রবিলা
বাঁশগ্রাম
মুলিয়া
সেখহাটি
কলোড়া
সিংগাশোলপুর
নবগঙ্গা নদী
অভয়নগর
কালিয়া
বিছালী

(ক) আয়তন ও অবস্থান ঃ নড়াইল সদর এর আয়তন ৩৮১.৭৫ বর্গ কিলোমিটার| অনিন্দ্য সুন্দর নয়নাভিরাম চিত্রা নদীর তী অবস্থিত নড়াইল সদর উপজেলা। চিত্রা-কাজলা এবং একাধিক খাল বিধৌত ছায়া-সুনিবিড় নড়াইল সদর উপজেলা উর্বর সমভূমি। নদী নালা-খাল-বিল এবং উর্বর কৃষি ও চারণভূমি নড়াইল সদর উপজেলাকে করেছে বৈশিষ্ট্যময়। উত্তরে মোহাম্মদপুর ও শালি উপজেলা, মাগুরা । পূর্বে লোহাগড়া উপজেলা, নড়াইল। দক্ষিণে কালিয়া উপজেলা, নড়াইল ও অভয়নগর উপজেলা, যশোর এব পশ্চিমে বাঘারপাড়া উপজেলা, যশোর। নড়াইল সদর উপজেলা ২৩°০২´ এবং ২৩°১৭´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°২৩´ এব ৮৯°৩৭´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

(খ) ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ঃ - ১৯৪৬ সালে কমিউনিস্টকর্মী নূরজালালের নেতৃত্বে এ উপজেলায় তেভাগা আন্দোলন শুরু হ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ অধ্যাপক নূর মোহাম্মদ মিয়া নড়াইল অস্ত্রাগার ভেঙ্গে লোহাগড়ায় নিয়ে যায়। ২ এপ্রিল মুক্তিযোদ্ধারা রূপ পাকসেনা-ক্যাম্প আক্রমণ করে এবং এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ৬০ জন পাকসেনাকে ধরে নড়াইল ফেরিঘাটে হত্যা করে। ৩ এপ্রি পাকসেনারা নড়াইল শহর আক্রমণ করে। ৬ এপ্রিল পাকসেনাদের বিমান আক্রমণে নড়াইল শহরের কিছু স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এব শহর জনশূণ্য হয়ে যায়। ১৩ এপ্রিল পাকসেনারা নড়াইলে ঘাঁটি স্থাপন করে। মে মাসের প্রথমদিকে স্থানীয় রাজাকারদের সহযোগি পাকসেনারা রামসিদ্ধি থেকে কালিয়া পাইলট হাইস্কুলের শিক্ষক শেখ আব্দুস ছালামকে ধরে নিয়ে ১৩ মে যশোর সেনানিবাসে হ করে। ১৭ জুলাই স্থানীয় রাজাকারদের সহযোগিতায় পাকসেনারা তুলারামপুর গ্রাম থেকে ৮ জন নিরীহ মানুষকে ধরে পানি উন্ন বোর্ডের ক্যাম্পে নিয়ে হত্যা করে। ৭ ডিসেম্বর মাছিমদিয়া গ্রামে পাকসেনা ও রাজাকারদের হাতে কলেজ ছাত্র মিজানুর রহমান শ হন। ৯ ডিসেম্বর পাকসেনাদের ঘাঁটিতে মুক্তিযোদ্ধারা সর্বাত্মক আক্রমণ চালায় এবং এ আক্রমণে মতিয়ার রহমান নামে একজন শহীদ হন। ১০ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা চারদিক থেকে একযোগে আক্রমণ চালিয়ে নড়াইল শহর পাকসেনা মুক্ত করেন। ১৪ ডিসেম্বর নং সেক্টর কমান্ডার মেজর আবুল মঞ্জুর নড়াইল ডাকবাংলোর সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন

(গ) ঐতিহাসিক স্থান সমূহ ঃ

৭১এর বধ্যভূমি, নড়াইল

৭১-এর বধ্যভূমি, নড়াইল

১৯৭১ সালে পুরো খুলনা বিভাগ জুড়েই পাকবাহিনী নারকীয় হ ধর্ষণ, নির্যাতন এর মতো জঘন্য অপরাধ করেছে। নড়াইল নদীগুলোতে গণহত্যার পর লাশ ভাসিয়ে দেওয়া হত, পাড়েও ফে হত অসংখ্য লাশ। এই বধ্যভূমি পাকবাহিনী ও তাদের প্রত্যক্ষ আলবদর-রাজাকারদের সৃষ্ট। নড়াইল জেলা জজ আদালতের ২৫ ডাক অফিসের দ্বিতল বাড়ির পেছনে রয়েছে এই বধ্যভূমি। মুক্তিযু মাসে অসংখ্য নারী-পুরুষকে ধরে এনে এই ক্যাম্পে চালায় পাকবাহিনী । নির্যাতন-ধর্ষণের পর ক্যাম্পের পেছনে দেয় জঙ্গলে হত্যা করে মাটিচাপা দিয়ে রাখা হত তাদের, কারো পেট ফেঁড়ে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হত। শহীদদের স্মৃতির উদ্দে সৌধ।

কিভাবে যাওয়া যায়: ঢাকা থেকে সড়ক পথে আরিচা ফেরী প কালনা ফেরি ঘাট হয়ে নড়াইল সদর, ঢাকা থেকে সড়ক পথে দূর মিঃ সময়-৫/৬ ঘন্টা।

অবস্থান: নড়াইল জজ কোর্টের পিছে চিত্রা নদীর পাড়ে।

নড়াইলের ঐতিহ্যবাহী জমিদারদের বাঁধা ঘাট।

নড়াইলের ঐতিহ্যবাহী জমিদারদের বাঁধা ঘাট। ভারতের গঙ্গা নদী একই আদলের একটি ঘাট রয়েছে। এটি ভিক্টোরিয়া কলেজ চিত্রানদীর পাড়ে অবস্থিত। তৎকালীন জমিদারদের নৌ-বিহারের নদীর তীরে বসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের জন্য ঘাটটি প্রতি হয়। গ্রীক স্থাপত্যরীতিতে ডোরিক কলামের ওপর এর ছাউনিটি নির্মি

কিভাবে যাওয়া যায়: ঢাকা থেকে সড়ক পথে আরিচা ফেরী প নড়াইল সদর

অবস্থান: রূপগঞ্জ, নড়াইল শহর, নড়াইল সদর

(খ) দর্শনীয় স্থান সমূহ ঃ

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ নূর মোহাম্মদ শেখ কমপ্লেক্স

জাতীয় শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর শ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ এর স্মৃতি গণমানুষের কাছে চির ভাস্বর করে রাখার মানসে এবং মহান এই বীর সৈনিকের দেশ প্রেম, বীরত্বগাথা, অজানা কাহিনী গবেষনার মাধ্যমে জানা ও পরবর্তী প্রজন্মকে উজ্জীবিত করার প্রয়াসে বীর শ্রেষ্ঠ শহীদ নূর মোহাম্মদ শেখ কমপ্লেক্স করা হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে অপরিসীম বীরত্ব, সাহসিকতা ও দেশ প্রেমের জন্য বাংলাদেশ সরকার শহীদ নূর মোহাম্মদ শেখকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত করেন। এখানে তাঁর সুমহান স্মৃতি রক্ষায় বাংলাদেশ সরকার একটি ট্রাস্ট, গ্রন্থাগার ও স্মৃতি যাদুঘর করেছেন। এ ছাড়াও তাঁর নামে এখানে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি মহাবিদ্যালয় রয়েছে। সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বীরশ্রেষ্ঠের নামে তাঁর গ্রামটি নূর মোহাম্মদনগর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন ৯.০০টা হতে বিকাল-৫.০০ টা পর্যন্ত খোলা।

কিভাবে যাওয়া যায়: ঢাকা থেকে সড়ক পথে আরিচা ফেরী পার হয়ে কালনা ফেরি ঘাট হয়ে নড়াইল সদর আসতে চন্ডিবরপুর ইউনিয়নের নুর মোহাম্মদনগর। ঢাকা থেকে সড়ক পথে দুরত্ব ৩১০ কিঃমিঃ সময়-৫/৬ ঘন্টা।

অবস্থান: নুর মোহাম্মদনগর, চন্ডিবরপুর, নড়াইল সদর।

বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের কমপ্লেক্স

সুলতান কমপ্লেক্সে বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের স্মৃতি বিজড়িত সংগ্রহশালাকে কেন নতুন করে গড়ে উঠেছে। চিত্রা নদীর পাড়ে নড়াইল শহরের মাছিমদিয়া এলাকায় মনোরম পরিবেশে এই কমপ্লেক্সের অবস্থান। প্রায় ২৭ একর এলাকায় গড়ে উঠা কমপ্লেক্সে দুর্লভ নানা প্রজাতির গাছের সমারহ। পাখিডাকা নদী আর সবুজের মাঝে চিত্রশিল্পী এসএম সুলতানকে সমাহিত করে রাখা হয়েছে । সমাধি সৌধের সামনেই রয়েছে সুলতানের আদি বাসস্থানের খানিক অংশ । এর পিছনে দ্বিতল আধুনিক ফটোগ্যালারিতে সুলতানের চিত্রকর্ম ও ব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলি সংরক্ষণ করে রাখা আছে। সুলতানের দুর্লভ সব চিত্র কর্মগুলি দেখার জন্য প্রতিদিনই গ্যালারি খোলা থাকে। লাল সিরামিকে মোড়া এই কমপ্লেক্স শান্ত, নিরিবিলি পরিবেশ আর অপূর্ব সব চিত্রকর্ম সুলতান কমপ্লেক্সের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে বহগুন। সুলতান শিশুদের ছবি আঁকানো শিখানোর জন্য নদীতে তৈরী করেছিলেন বজরা ''শিশু স্বর্গ'' । শিল্পীর তৈরী সেই শিশুস্বর্গটি কমপ্লেক্সের পাশেই চিত্রানদীর ধারে সংরক্ষণ করা হয়েছে । এই কমপ্লেক্সটির সংলগ্ন এলাকাতে শিল্পীর দেয়া নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শিশুস্বর্গ – যেখানে ছোট ছোট বাচ্চাদের ছবি আঁকা শেখানো হয় ।

নড়াইলের গৌরব বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস,এম,সুলতানের স্মৃতি গণমানুষের কাছে চির ভাস্বর এবং আগামী প্রজন্মকে উজ্জীবিত করার মানসে সুলতান কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে ।

ভ্রমণের সময় সূচী: সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন ৯.০০টা হতে বিকাল-৫.০০ টা পর্যন্ত এই কমপ্লেক্স খোলা থাকে।

কিভাবে যাওয়া যায়: ঢাকা থেকে সড়ক পথে আরিচা ফেরী পার হয়ে নড়াইল সদর ।

অবস্থান: মহিষখোলা নড়াইল শহর|

চিত্রা রিসোর্ট, সীমাখালী, নড়াইল।

শহরের কোলাহল ছেড়ে নদীর তীরে বসে প্রাকৃতি সৌন্দর্য উপভো
প্রতিদিনই শত শত লোকের সমাগম ঘটে এখানে। বনভোজন, অবক
কিংবা পারিবারিক ভ্রমণের জন্য চিত্রা রিসোর্ট একটি উপযুক্ত জায়গা।
বিঘা জায়গাজুড়ে এ রিসোর্টে রয়েছে কটেজ, শিশুপার্ক এবং চিত্রা ন
ভ্রমণের ব্যবস্থা। পৃথিবির বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের আকা ছবি নিয়ে গঠিত
গ্যালারী, নদীর তীরে বসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ, বাচ্চাদের খে
শিশুপার্ক ও চিত্রানদীতে ভ্রমনের জন্য এমন আদর্শ স্থান খুব কম
অবস্থান: নড়াইল শহরের চিত্রা নদীর তীরে
দুরত্ব: ঢাকা থেকে সড়ক পথে দুরত্ব ৩১০ কিঃমিঃ সময়-৫/
যাতায়াতের মাধ্যম: ঢাকা থেকে সরাসরি নড়াইলের বাস আছে। নড়া
হতে রিক্সা, ভ্যান কিংবা গাড়ী নিয়ে আসা যায় চিত্রা পাড়ের চিত্রা রিসোর্ট

তপনভাগ দিঘী

তপনভাগ শেখহাটি।

বাগেরহাটের বিখ্যাত পীর হযরত খানজাহান আলী (রহ) কর্তৃক খন
সুবিস্তৃত দীঘি ঘিরে বহু প্রাচীন কথা প্রচলিত রয়েছে। দীঘিটি আজও
জুড়ে বিশেষত বর্ষায় প্রচুর পানি ধারণ করে এবং বিপুল পরিমাণ মৎস্য
প্রাকৃতিক আধার হিসেবে এর বিশেষ ভুমিকা রয়েছে। দীঘির দুপা
প্রাকৃতিক শোভা প্রাণ জুড়িয়ে দেয়।

শীতকালেও দীঘিতে বিভিন্ন জাতের প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।

কিভাবে যাওয়া যায়:

তুলারামপুর থেকে সড়ক পথে ১৫ কি.মি।

অবস্থান: তপনবাগ, শেখহাটি।

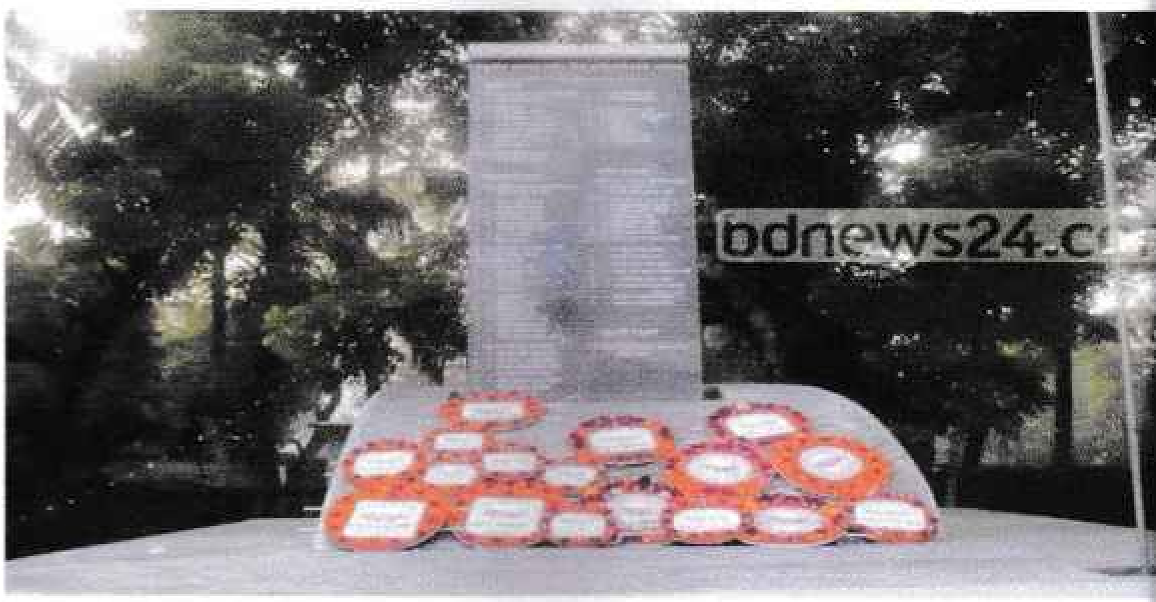

নড়াইল শহরের ফাজেল মোল্লা চত্বরে নির্মিত স্মৃতিসৌধ।

নড়াইল জমিদার বাড়ি
এখন শুধু স্মৃতি
আমাদের প্রিয় নড়াইল,

নড়াইল জমিদার বাড়ি

বরেণ্য চিত্র শিল্পী এসএম সুলতানের সমাধি

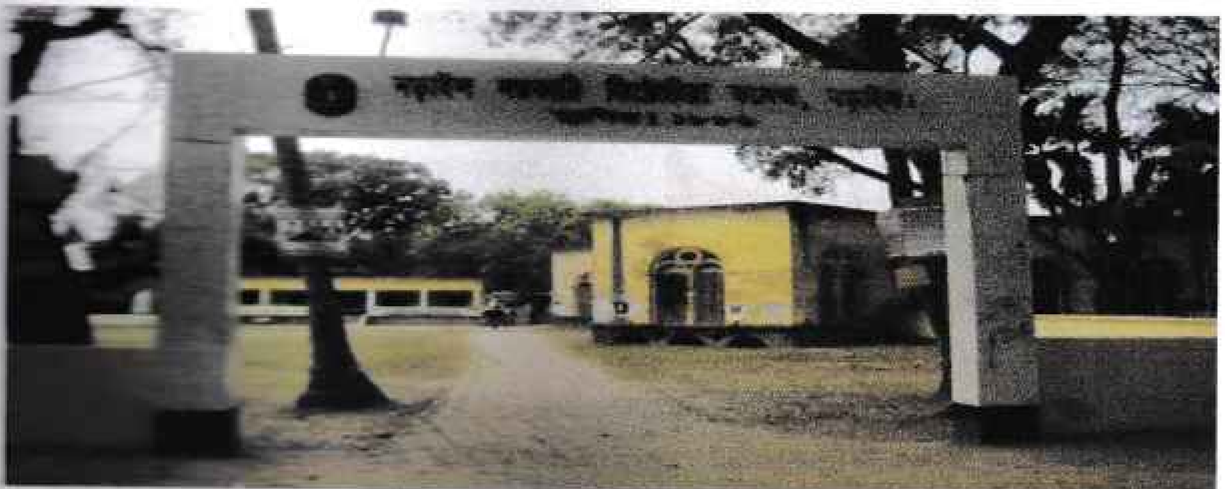

নড়াইল সরকারী ভিক্টোরিয়া কলেজ

স্থাপিত:-১৮৮৬

(ঙ) প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব ঃ

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক নুর মোহাম্মদ শেখ

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ ১৯৩৬ সা
ফেব্রুয়ারি নড়াইল সদর উপজেলার মহিষখোলা গ্রামে জন্ম গ্রহণ
১৯৫৯ সালের ১৪ মার্চ ২৩ বছর বয়সে তিনি তৎকালিন ইপিআর ব
যোগদান করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার
প্রেক্ষিতে তিনি সর্বাত্মক যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন। ৫ সে
১৯৭১ সালে ৮ নং সেক্টরের অধীন যশোর জেলার শার্শা সীমান্তে
অবস্থায় প্রথমে আহত হন পরে পাকসেনাদের অত্যাচারে নিহত হন
সালে এই মুক্তিযোদ্ধাকে স্বাধীনতার যুদ্ধের স্বীকৃতি স্বরুপ বীরশ্রে
ভূষিত করা হয়।

এস এম সুলতান

বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস, এম সুলতান (লাল মিয়া) ১৯২৩ সা
আগস্ট নড়াইল সদর উপজেলার মাছিমদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করে
পিতার নাম মেছের আলী। জন্মের কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর মা মা
১৯২৮ সালে তিনি নড়াইল কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৪১ সা
১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউটে চি
শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানে, ১৯৫০ সালে আ
১৯৫৩ সালে ইউরোপে তাঁর চিত্র প্রদর্শনী হয়। ১৯৫৩ সালে তিনি
ফিরে আসেন। বিশ্ব বরেণ্য এই শিল্পী ১৯৮২ সালে ২১ শে পদক
সালে "বাংলাদেশ চারু শিল্পীসংসদ" সম্মামনা ও ১৯৯৩ সালে "
পদক" লাভ করেন। ১৯৮২ সালে ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যলয় তাঁকে "
এশিয়া" ও ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সরকার " আর্টিষ্ট ইন রে
সম্মানে ভূষিত করে। ১৯৯৪ সালের ১০ অক্টোবর এই মহান শিল্পী
ত্যাগ করেন।

বিজয় সরকার

চারণ কবি বিজয় সরকার ১৯০৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নড়া
উপজেলার ডুমদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নবকৃষ্ণ
ও মাতার নাম হিমালয় কুমারী বৈরাগী। কিশোর বয়সেই তিনি গ্রা
পুলিন বিহারী ও পঞ্চানন মজুমদার এর সাথে পাচালী গান গে
অর্জন করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি কলিকাতায় গান করতে গেলে
কবি গোলাম মোস্তফা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, প
জসীমউদ্দিন, আববাস উদ্দিন, সাহিত্যিক হাবিবুল্লাহ বাহার, ধী
প্রমূখের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে । ১৯৮৫ সালের ৪ ডিসেম্বর তিনি
করেন। তিনি প্রায় চারশতাধিক গান রচনা করেন।

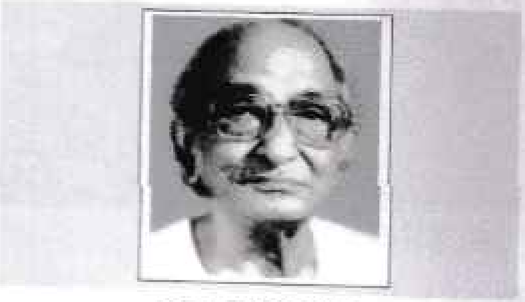
কমরেড অমল সেন

কমরেড অমল সেন (জুলাই ১৯, ১৯১৩ জানুয়ারি ১৭, ২০০৩)
আন্দোলনের অন্যতম সক্রিয় নেতা, যিনি যশোর-নড়াইল এলাকার
সংগঠিত করেছিলেন। সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অমল
অবস্থান ছিল আজীবন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তিনি সংগঠকের দায়ি
করেন। পাকিস্তান আমলের ১৯ বছরই তাকে রাজবন্দি হিসেবে জেলে কা
শারীরিক নির্পীড়নও বন্দি অবস্থায় সহ্য করতে হয়। ১৯৮০ সালে বা
ওয়ার্কার্স পার্টি গঠিত হলে তিনি দলের মহাসচিব নির্বাচিত হন। ১৯
কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। সেই সময় তিনি উপলব্ধি
ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বিজয়ী হতে হলে ব্যা
জনতাকে ঐকাবদ্ধ করা ছাড়া সম্ভব নয়। 'সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও
বিকল্প শক্তি' তার প্রকাশিত একটি গ্রন্থ।

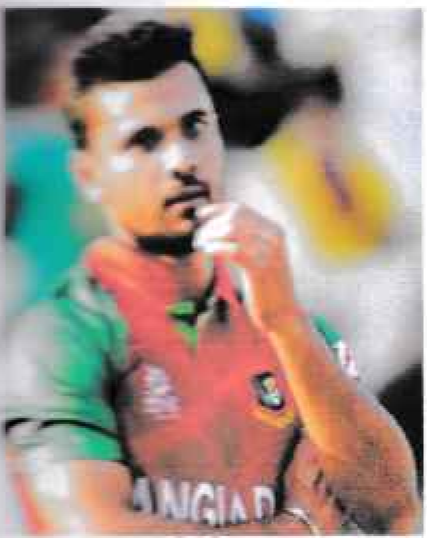

মাশরাফি বিন মর্তুজা

মাশরাফি বিন মর্তুজা (জন্ম: অক্টোবর ৫, ১৯৮৩ নড়াইল জেলা) বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অন্যতম বোলিং স্তম্ভ ও একদিনের আন্তর্জাতিকে দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করছেন। তার ডাক নাম 'কৌশিক'। তিনি একজন ডানহাতি ব্যাটসম্যান। তার বোলিংয়ের ধরন ডানহাতি মিডিয়াম পেস বোলার। বাংলাদেশ জাতীয় দল ছাড়াও তিনি এশিয়া একাদশের একদিনের আন্তর্জাতিক দলে খেলেছেন।ব্যক্তিগত জীবন

বাংলাদেশের দক্ষিন-পশ্চিমের জেলা নড়াইল-এ মাশরাফির জন্ম। ছোটবেলা থেকেই তিনি বাঁধাধরা পড়াশোনার পরিবর্তে ফুটবল আর ব্যাডমিন্টন খেলতেই বেশি পছন্দ করতেন, আর মাঝে মধ্যে চিত্রা নদীতে সাঁতার কাটা। তারুণ্যের শুরুতে ক্রিকেটের প্রতি তার আগ্রহ জন্মে, বিশেষত ব্যাটিংয়ে; যদিও এখন বোলার হিসেবেই তিনি বেশি খ্যাত, যেজন্যে তাকে 'নড়াইল এক্সপ্রেস' নামেও অভিহিত করা হয়। ৮ নভেম্বর, ২০০১ এ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে টেস্ট ক্রিকেটে তার অভিষেক ঘটে। একই ম্যাচে খালেদ মাহমুদেরও অভিষেক হয়। বৃষ্টির বাগড়ায় ম্যাচটি অমীমাংসিত থেকে যায়। মাশরাফি অবশ্য অভিষেকেই তার জাত চিনিয়ে দেন ১০৬ রানে ৪টি উইকেট নিয়ে। গ্রান্ট ফ্লাওয়ার ছিলেন তার প্রথম শিকার। মজার ব্যাপার হল, মাশরাফির প্রথম ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচও ছিল এটি। তিনি এই বিরল কৃতিত্বের অধিকারী ৩১তম খেলোয়াড় এবং ১৮৯৯ সালের পর তৃতীয়। একই বছর ২৩শে নভেম্বর ওয়ানডে ক্রিকেটে মাশরাফির অভিষেক হয় ফাহিম মুনতাসির ও তুষার ইমরানের সাথে। অভিষেক ম্যাচে মোহাম্মদ শরীফের সাথে বোলিং ওপেন করে তিনি ৮ ওভার ২ বলে ২৬ রান দিয়ে বাগিয়ে নেন ২টি উইকেট। ২০১৭ সালে ৬ই এপ্রিল বাংলাদেশ ব শ্রীলংকা সিরিজের শেষ টি২০ দিয়ে উনি আন্তর্জাতিক টি২০ খেলা থেকে অবসর নেন। মাঠে ম্যাশ নামে পরিচিত মাশরাফি বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার যে অধিনায়ক থাকা অবস্থায় অবসর নিলেন।

২. সাহিত্য-সংস্কৃতি ঃ

কোন এলাকার সংস্কৃতির মাঝে ঐ এলাকার ব্যক্তি-পরিবার-গোত্র-সমাজ তথা জাতির চরিত্র ফুটে ওঠে। সেজন্যই সংস্কৃতি হলো জাতির দর্পণ। নড়াইল সদর উপজেলা সাংস্কৃতিক ভাবে সমৃদ্ধ। এই উপজেলার মানুষ সাধারণভাবে অসাম্প্রদায়িক, শান্তিপ্রিয় এবং অতিথি পরায়ণ। প্রাচীনকাল হতে খেলাধুলা-সাহিত্য-গীত-চিত্রকলা ইত্যাদি চর্চার জন্য এই উপজেলা সুবিদিত। বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী এসএম সুলতান এই উপজেলার সন্তান। অভিনয়ের ক্ষেত্রে সন্ধারায় এ উপজেলার মানুষ, সুচিত্রা সেন শৈশব বেড়ে ওঠেছেন এখানে। সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী কমল দাস গুপ্ত এ জেলার মানুষ। সংগীতে বিশেষ করে কবি গানের নমস্য পুরুষ বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী বা বিজয় সরকার এবং জারী সম্রাট চারণ কবি মোসলেম উদ্দিন এ জেলার মানুষ। প্রচীন কবি ও সাহিত্যিক গুরুনাথ সেনের বাড়ী এখানে।

নড়াইল সদর উপজেলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নাটক-যাত্রা-নৃত্য-সঙ্গীত-আবৃত্তি আয়োজিত হয়। উল্লেখযোগ্য লোকজ উৎসবের মধ্যে রয়েছে মেলা-পালাগান-জারি গান-নৌকা বাইচ ইত্যাদি। ক্রীড়ার মধ্যে রয়েছে ফুটবল, ক্রিকেট, টেবিল টেনিস, লন টেনিস, হ্যান্ড বল, হা-ডু-ডু ইত্যাদি খেলা।

নড়াইর সদর উপজেলার উল্লেখযোগ্য লোকজ উৎসব

ক্র.নং	উৎসব / আয়োজন
০১	নৌকা বাইচ
০২	ঘোড়ার গাড়ি দৌড়
০৩	সুলতান মেলা
০৪	মোমবাতি প্রজ্বালন
০৫	মুন্সিয়ার মেলা
০৬	হিজলডাঙ্গার রথযাত্রা
০৭	কুড়ুল মেলা

শুভ নববর্ষ ১৪১০

৩.খেলাধুলা ও বিনোদন ঃ

(ক) টেবিল টেনিসঃ-এদেশের টেবিল টেনিসের ৬০% খেলোয়াড় নড়াইল জেলার । জাতীয় টেবিল টেনিস দলের(পুরুষ ও
৭৫% খেলোয়াড় নড়াইলের । এছাড়া সুদীর্ঘকাল যাবৎ জাতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় নড়াইল জেলা চ্যাম্পিয়ান ও রানার্স
হয়ে আসছে ।বর্তমান জাতীয় টেবিল টেনিস তারকার মোসতফা বিল্লাহ, মাহবুব বিল্লাহ,গৌতম, ঝুমি, সোমা, সালেহা, রকি ও
নড়াইলের সন্তান । এদেশের টেবিল টেনিসে বিশেষ অবদান রাখার জন্য নড়াইলকে টেবিল টেনিসের সুতিকাগার বলা হয়ে থাকে ।

(খ) ক্রিকেটঃ-জাতীয় ক্রিকেট দলের সাড়া জাগানো বিশ্ব নন্দিত জাতীয় ক্রিকেটার এবং অধিনায়ক মাশরাফি বিন মোর্তজা
অপর জাতীয় খেলোয়াড় ডলার মাহমুদ নড়াইলের সন্তান । বয়স ভিওিক বিভিন্ন ক্রিকেট প্রতিযোগীতায় নড়াইল জেলা বিভিন্ন
চ্যাম্পিয়ান রানার্স আপ সহ বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করে আসছে । বিশেষ করে অনুর্দ্ধ ১৪ বিভাগীয় ক্রিকেট প্রতিযোগীতা নড়াইল
সময় চ্যাম্পিয়ান হয়ে আসছে ।

(গ) কাবাডিঃ নড়াইলে নিয়মিত কাবাডিলীগ অনুষ্ঠিত হয় এছাড়া মাঝে মধ্যে আঞ্চলিক /বিভাগীয় /জাতীয় প্রতিযো
অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । জাতীয় কাবাডিতে নড়াইল জেলা বিভিন্ন সময় চ্যাম্পিয়ান ও রানার্স আপ হয়ে আসছে । এবার জাতীয়
কাবাডিতে (মেহিলা) চ্যাম্পিয়ান হয়েছে । বর্তমানে জাতীয় কাবাডি দলের অধিনায়ক মামুন নড়াইলের কৃতি সন্তান । বর্তমানে
মহিলা কাবাডি দলের খেলোয়াড় ইতি ও শারমিন নড়াইলের সন্তান ।

(ঘ) ভলিবলঃ জাতীয় যুব ভলিবল প্রতিযোগীতায় নড়াইল জেলা বিভিন্ন সময় চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ হয়ে আসছে
জাতীয় ভলিবল তারকা রমেশ, আতিক, তৈমুর, সোহেল, মিরন মুন্সী নড়াইলের সন্তান ।

(ঙ) হ্যান্ডবলঃ জাতীয় (মহিলা) হ্যান্ডবল আঞ্চলিক ও বিভাগীয় প্রতিযোগীতায় আধিকাংশ সময় নড়াইল চ্যাম্পিয়ান হয়ে
মহিলা হ্যান্ডবলে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করে আসছে । এবার স্থান নির্ধারণী খেলায় তৃতীয় স্থান অধিকার করছে । নড়াইলের
বিশ্বাস সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছে । এছাড়া বর্তমানে জাতীয় পুরুষ হ্যান্ডবল দলের সাড়া জাগানো খেলোয়ার তিতুমীর
শহীদ নড়াইলের কৃতি সন্তান ।

(চ) কুস্তি: জাতীয় মিনি ক্যাডেট কুস্তি ও জাতীয় জুনিয়র কুসিত প্রতিযোগীতায় নড়াইল জেলা বিভন্ন সময় চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স
হয়ে আসছে । জাতীয় পার্যায়ে স্বর্ন পদক বিজয়ী কামরুল, সাইফুল , মিকাইল , লিটন ও আবু বক্কর নড়াইলের সন্তান।

(ছ) সাইক্লিং:-জাতীয় সাইক্লিং এ নড়াইল বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করে আসছে । বর্তমানে জাতীয় দলের কৃতি খেলোয়ান সাথী
পারুল ও সোনিয়া আক্তার অতি নড়াইলরে কৃতি সন্তান ।

(জ) আরচ্যারীঃ জাতীয় আরচ্যারীতে নড়াইল বিভিন্ন সময় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করে আসছে । জাতীয় দলের নিয়মিত কৃতি খেলো
মামুন নড়াইলের কৃতি সন্তান । প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়ে থাকে ।

(ঝ) ফুটবলঃ ১ম বিভাগ ফুটবললীগ, ২য় বিভাগ ফুটবল লীগ, কিশোর ফুটবল লীগ, আন্তঃ ইউনিয়ন ফুটবল টুর্নামেন্ট, জেলা প্রশা
গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, জাপান কাপ ফুটবল ও গ্রামীণ ফোন ফুটবল , ডানোন কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট নড়াইলে অনুষ্ঠিত
থাকে। এছাড়া বয়স ভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগীতায় নড়াইল জেলা বিভিন্ন সময় আঞ্চলিক /বিভাগীয় চ্যাম্পিয়ান হয়ে আসছে
নড়াইলের সবুজ অনুর্দ্ধ -১৯ জাতীয় দলের খেলোয়াড় এবং বোরহান অনুর্দ্ধ -১৪ দলের খেলোয়াড় । এবার গ্রামীণ ফোন-ডানো
ফুটবল প্রতিযোগীতার চুড়ান্ত পর্বের সেমিফাইনাল পর্যন্ত খেলেছে ।

(ঞ) খেলা ধুলার স্থান

নড়াইল স্টেডিয়াম, নড়াইল সরকারী ভিক্টোরিয়া কলেজ মাঠ, নড়াইল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ, পৌর মাধ্যমিক স্কুল
মাইজপাড়া ইউনিয়নের রামেশ্বপুর ও চারিখাদা স্কুল মাঠ, বাঁশগ্রাম ইউনিয়নের আবহনী মাঠ,দত্তপাড়া ও কামাল প্রতাপ স্কুল
ভদ্রবিলা ইউনিয়নের ভবানীপুর স্কুল মাঠ, সিঙ্গিয়া ইউনিয়নের সিঙ্গিয়া স্কুল মাঠ।লোহাগড়া উপজেননলার ক্রীড়া সংস্থার
লোহাগড়া কলেজ মাঠ,লোহাগড়া পাইলট স্কুল মাঠ, লাহড়িয়া মাঠ,লোহাগড়া উপজেলার নলদী স্কুল মাঠ, বড়দিয়া কলেজ
দিঘলিয়া ইউনিয়নের কুমড়ি স্কুল মাঠ, কালিয়া উপজেলার খড়লিয়া মাঠ, কলাবাড়িয়া মাঠ, কালিয়া কলেজ মাঠ, কালিয়া স্কুল
খাসিয়াল স্কুল মাঠ, হবখালী স্কুল মাঠ,সিঙ্গিয়া শোলপুর স্কুল মাঠ, চাচুড়িয়া স্কুল মাঠ, কালিয়া পহরডাঙ্গা মাঠ, পেড়লী মাঠ ইত্যাদি
এছাড়া টেবিল টেনিস খেলার জন্য নড়াইল টেবিল টেনিস প্রশিক্ষন কেন্দ্র, নড়াইল টাইন ক্লাব, রুপগঞ্জ টাউন ক্লাব, নড়াইল রাই
ক্লাব, সিটি কলেজ নড়াইল ইত্যাদি ।

(ট) খেলাধুলার জন্য মাঠ, স্টেডিয়াম এর অবস্থানঃ

খেলাধুলার জন্যে বীরশ্রেষ্ঠ নুর মোহাম্মদ স্টেডিয়াম আছে । এটি প্রায় ৬ (ছয়) একর জমির উপর অবস্থিত। এছাড়া
বিভিন্ন উপজেলাসহ সদরে প্রায় ৪০টি খেলার মাঠ আছে

[illegible]নদ-নদী:

নড়াইল সদর উপজেলার ভিতর দিয়ে চিত্রা, নবগঙ্গা, এবং আফরা নামে ৩ টি প্রধান নদী প্রবাহিত হয়েছে যার মোট আয়তন ৪৩৩.৫৯ প্রধান নদীগুলোর পরিচিতি নিম্নে সংক্ষেপে দেয়া হলো:

চিত্রা নদী: এটি সিংগাশোলপুর, কলোড়া, ভদ্রবিলা, আউড়িয়া, পৌরসভা, শাহাবাদএবংমাইজপাড়া ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে

আফরা বা কাজলা নদী: আফরা নদী শেখহাটী, কলোড়া, মুলিয়া, তুলারামপুর এবংমাইজপাড়া ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নবগঙ্গা: এটি নদী ভৈরব নদীর সাথে মিলিত হয়ে আফরা এবং চিত্রা নদীরসাথে মিলিত হয়ে কাজলা নামে প্রবাহিত হয়।

নবগঙ্গা নদী : এটি চন্ডীবরপুর এবং হবখালী ইউনিয়নের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

চিত্রা নদী

[illegible]যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ

দেশের বিভিন্ন স্থানের সাথে নড়াইলে যোগাযোগ ব্যবস্থা পুর্বের তুলনায় অনেক উন্নত। এখানে মোট পাকা রাস্তা ৬২০.১৯ কিঃমিঃ, আধাপাকা রাস্তা ১৫১.৬ কিঃমিঃ এবং কাঁচা রাস্তা ৩৫৩৩.৪৭ কিঃমিঃ।

হাট-বাজারের-তালিকা

ক্রমিক	নাম	আয়তন	চান্দিনা ভিটির সংখ্যা	ইজারা মুল্য	ঠিকানা
১	মাইজপাড়া পশু হাট	১.০০ একর	প্রযোজ্য নয়।		মাইজপাড়া, নড়াইল সদর।
২	নাকশি হাট	১.০০ একর	১০		নাকশি, আউড়িয়া, নড়াইল সদর।
৩	গোবড়া হাট-বাজার	০.৫৫ একর	১৫		কলোড়া-সিঙ্গাশোলপুর

হোটেল ও আবাসনের তালিকা:-

ক্রমিক	নাম	পরিচালনাকারী/মালিকের নাম	হোটেল/মোটেল/রেস্তোরাঁ/রেস্ট হাউজ/গেস্ট হাউজ/ডাকবাংলো ইত্যাদির ঠিকানা	মোবাইল নং
হোটেল ও আবাসনের ধরণঃ সরকারী				
১	জেলা পরিষদ ডাকবাংলো	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	নড়াইল শহর, নড়াইল সদর।	০৪৮১-৬২৫৩০
২	সার্কিট হাউজ	জেলা প্রশাসক, নড়াইল।	আলাদাতপুর, নড়াইল শহর, নড়াইল সদর।	০৪৮১-৬২২৬৮ ০৪৮১-৬২৩৯৯
৩	এলজিইডি রেস্ট হাউজ, নড়াইল	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নড়াইল	নড়াইল শহর, নড়াইল সদর।	০৪৮২-৬২৩৩১
৪	নড়াইল পানি উন্নয়ন বোর্ড রেস্ট হাউজ	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নড়াইল	নড়াইল শহর, নড়াইল সদর।	০৪৮১-৬২৭৭২
হোটেল ও আবাসনের ধরণঃ বেসরকারী				
১	সম্রাট আবাসিক হোটেল	ব্যক্তি মালিকানাধীন (বেসরকারী	রুপগঞ্জ বাজার,নড়াইল সদর।	০১১৯৮০৫২৭৮৭

তথ্য সূত্র: ওয়েব পোর্টাল।

৬. পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্দেশ্য ঃ

Information is power. তথ্য প্রযুক্তির যুগে যার কাছে যত তথ্য আছে সে, তত সমৃদ্ধশালী। সেই সূত্র ধরেই নড়াইল সদর উপজেলা পরিষদের পরিক বই প্রণয়ন করা হয়েছে। যেহেতু পরিকল্পনা বইটি অত্র উপজেলার একটি তথ্য ভান্ডার সেহেতু এই বই উপজেলার সকল দপ্তরের, ইউনিয়ন পরিষদের, উপজে পরিষদ ও জেলা প্রশাসন সহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের কাজ কর্মে সহায়তা করবে। এছাড়া অন্যান্য নড়াইল জেলা, সদর উপজেলা সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু ধারনা পা উপরোক্ত কারনে এই পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। তাছাড়াও অত্র পরিকল্পনা বইটি প্রণয়নে কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ

ক) নড়াইল সদর উপজেলার জনগণের প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করে পরিকল্পনা করা এবং স্থানীয় সম্পদ অর্জনের মাধ্যেমে পরিকল্পনার আলোকে বাস্তবায়ন করা

খ) নড়াইল সদর উপজেলার সবার (স্টেক হোল্ডার) অংশগ্রহণে এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সদর উপজেলা পরিষদের স্ব জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি সাধন;

গ) আপামর জনগণের চাহিদা মোতাবেক সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করা;

ঘ) পরিকল্পিত সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এলাকার সেচ ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন, শস্য, প্রাণি সম্পদ, মৎস্য ইত্যাদির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা;

ঙ) অত্র উপজেলার পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠিকে অগ্রসরমান করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করা;

চ) অত্র তথ্য,পরিকল্পনা ও বাজেট বই তৈরীর মধ্যে দিয়ে এলাকার জনগণের নিকট উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমকে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা।

৭. উপজেলা তথ্য,পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের ধাপ সমূহ ঃ

স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৪২ নং অনুচ্ছেদে জনঅংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের বিধান রয়েছে। সে লক্ষ্যে নড়াইল উপজেলা পরিষদের একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে সকল স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে হস্তা বিভাগ সমূহের তথ্য ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও অহস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের তথ্য ও পরিকল্পনাও সংগ্রহ করা হয়। এ পরিকল্পনা ও বাজেট কমিটি উল্লেখিত পরিকল্পনা ও তথ্য নিয়ে পরপর কয়েকটি সভার মাধ্যমে একটি খসড়া পরিকল্পনা ও তথ্য বই প্রণয়ন করেন। অতঃপর খসড়া পরিকল্পনা বইটি পরিষদের বিশেষ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং কিছু সংশোধনী সাপেক্ষে তা অনুমোদন করা হয়। অতঃপর উক্ত পরিকল্পনা বই গঠন কাঠামো ও অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে উপজেলা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি এটি উপস্থাপন করেন। পরিকল্পনা ও তথ্য বইটি তৈরী করতে পরি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নিম্নে উল্লেখিত ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে।

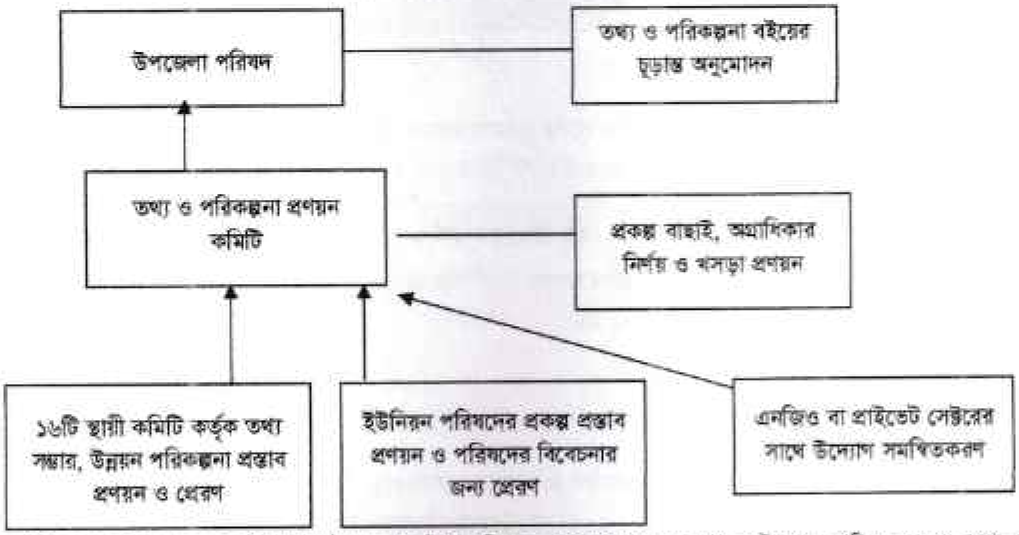

উপজেলা পরিষদ
তথ্য ও পরিকল্পনা বইয়ের চূড়ান্ত অনুমোদন
তথ্য ও পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি
প্রকল্প বাছাই, অগ্রাধিকার নির্ণয় ও খসড়া প্রণয়ন
১৬টি স্থায়ী কমিটি কর্তৃক তথ্য সম্ভার, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তাব প্রণয়ন ও প্রেরণ
ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও পরিষদের বিবেচনার জন্য প্রেরণ
এনজিও বা প্রাইভেট সেক্টরের সাথে উদ্যোগ সমম্বিতকরণ

তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া

ক) পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কর্মশালা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরিষদের সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদ দক্ষ ও যোগ্য সরকারী কর্মকর্তা জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি গঠন করা;

খ) পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটিতে সম্পদের উৎস্য এবং অর্থ প্রবাহ পর্যালোচনা হয়েছে। পরবর্তীতে এই কমিটি সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির পরামর্শ নিয়ে একটি সম্প চিত্র তৈরী করে পরিষদে খসড়া সমম্বিত পরিকল্পনা তৈরীতে সহায়তা করেছে;

গ) উপজেলা পরিষদ ১৭টি ষ্টান্ডিং কমিটিকে সক্রিয় ও সরকারী জনবলকে দায়িত্বশীল করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে খাত ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নি ও চাহিদা নিরুপণ করা হয়েছে।

ঘ) পরিকল্পনা কমিটি খসড়া পরিকল্পনাটি নিয়ে পুনরায় আলোচনা করে উপজেলা পরিষদের সদস্য, সরকারী, বেসরকারী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মক আহবান করা হয়েছে। সভায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনে সর্বশেষ উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেন।

ঙ) নড়াইল সদর উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ সমম্বিত ভাবে আগামী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য সামগ্রিক উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি করেছে।

উপরোল্লিখিত কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে নড়াইল সদর উপজেলা পরিষদ প্রথম বারের মত উপজেলা তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

৮. বার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রণয়েনর সীমাবদ্ধতা সমূহ ঃ

নড়াইল সদর উপজেলা এই প্রথমবারের মতো উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়ে প্রণয়ন ও প্রকাশ করছে।

ক) উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে বিধায়, সংশ্লিষ্ট সেক্টরে বর্তমান তথ্যের উপর ভিত্তি করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা বেশ দুরুহ।

খ) এ ধরনের পরিকল্পনা প্রথম করতে গিয়ে এর কোন নির্দিষ্ট রুপরেখা না থাকায় সকলের মধ্যে সংশয় ও দ্বিধা পরিলক্ষিত হয়েছে।

গ) চাহিদার তুলনায় সম্পদের পরিমাণ কম থাকায় প্রকল্প বাছাইকরণ বেশ বেগ পেতে হয়েছে।

ঘ) পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন লোকের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এ কারনে পরিকল্পনা বই প্রণয়ন করতে সময় বেশি ব্যয় হ

ঙ) সম্পদের সীমাবদ্ধতা।

চ) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রেরণা প্রদানের অপ্রতুলতা।

তথ্য সম্ভার

১. ভূমিকাঃ চিত্রা নদী বিধৌত উপজেলা হচ্ছে নড়াইল সদর। নদী নড়াইল সদরকে দক্ষিন ও পূর্ব দুইটি অংশে বিভক্ত করে দক্ষিন অংশে ছয়টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা এবং পূর্বাংশে সাতটি ইউনিয়ন। এখানকার মাটি বেলে ও বেলে দো'আঁশ। বিল চরাঞ্চল অনেক কিছু যেমন নেই, আবার অনেক কিছু আছে, যা অনেকের নেই। আধুনিক নগর না হলেও নাগরিক সুবিধা ও জী যাত্রার মান পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে ভালো। বিদ্যুৎ, টেলিফোন-মোবাইল, হাসপাতাল, শিক্ষা ইত্যাদি এলাকার আর্থ-সামাজি অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে এবং এই অবস্থা থেকে আর পিছিয়ে যাবার সুযোগ নেই। আমাদের এই উপজেলায় যা যা আছে তার এ চিত্র নদী এই অধ্যায়ে উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। নড়াইল সদর উপজেলায় বিদ্যমান অবকাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও সরকারী বি বিভাগের খাতভিত্তিক তথ্যে এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। উপজেলায় কর্মরত বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠনের কার্যক্রমও এখা আলোচনা করা হয়েছে। সারণীতে প্রদত্ত তথ্যাবলী নাগরিকদের উপজেলা পরিষদে সরকারের হস্তান্তরিত ও অহস্তান্তরিত বিভা বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবা সম্পর্কে জানতে সহায়তা করবে। কর্ম পরিকল্পনা করতে গিয়ে এই সকল তথ্য হালনাগাদ রা প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করেছি। পরিবর্তীতে এই সকল তথ্য পরিকল্পনা প্রস্তুত প্রক্রিয়াকে আরো ফলপ্রসূ করবে।

২. উপজেলার সাধারণ তথ্য ঃ (এক নজরে নড়াইল সদর উপজেলা)

উপজেলার জনসংখ্যা, আয়তন, ভোটার, প্রশাসনিক একক ইত্যাদি বিষয় একটি সারণীতে এবং শিক্ষ,স্বাস্থ্য, অবকঠামো,কৃষি ও মৎস,ভূমি, খাদ্য প্রভৃতি একাধিক সারণীতে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। ১৪৭.৪০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের নড়াইল সদর উপজে মোট জনসংখ্যা ২৬৯৪২৩ জন(২০১১) অনুযায়ী।

সাধারণ তথ্য		
ক্রঃ নং	বিবরণ	তথ্য
১.	উপজেলার সীমানা	নড়াইল সদর উপজেলা ২৩°০২´ এবং ২৩°১৭´ উত্তর অক্ষাংশ এব ৮৯°২৩´ এবং ৮৯°৩৭´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। উত্ত মোহাম্মদপুর ও শালিখা উপজেলা, মাগুরা। পূর্বে লোহাগড়া উপজে নড়াইল। দক্ষিণে কালিয়া উপজেলা, নড়াইল ও অভয়নগর উপজে যশোর এবং পশ্চিমে বাঘারপাড়া উপজেলা, যশোর।
২.	উপজেলার আয়তন	৩৮১.৭৫ বর্গ কিলোমিটার
৩.	জেলা সদর হতে দুরত্ব	০.৬ কি.মি.।
৪.	জনসংখ্যা	২৭২৮৭২ জন। (পুরুষ- ১৩৫০০৭ জন, মহিলা- ১৩৭৮৬৫ জন)
৫.	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	০.১৩%
৬.	জনসংখ্যার ঘনত্ব	৭১৫ জন (প্রতি বর্গ কি.মি.)।
৭.	নির্বাচনী এলাকা	৯৩ নড়াইল-১,৯৪ নড়াইল-২।
৮.	ভোটার সংখ্যা	২৭২৮৭২ জন। (পুরুষ- ১৩৫০০৭ জন, মহিলা- ১৩৭৮৬৫ জন)
৯.	পৌরসভা	১ টি (আয়তন- ২২ বর্গ কি.মি.)
১০.	ইউনিয়ন	১৩ টি।
১১.	মৌজা	১৮২ টি।
১২.	গ্রাম	২৩১ টি।
১৩.	ডাক বাংলো	০১ টি।
১৪.	ব্যাংক শাখা	১৪ টি।
১৫.	সরকারী খাদ্য গুদাম	১ টি।
১৬.	টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	০১ টি।
১৭.	পাঠাগার	০১ টি।
১৮.	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১০ টি।
১৯.	কমিউনিটি ক্লিনিক	২৯ টি।
২০.	পাঁকা রাস্তা	১৪১ কি.মি।
২১.	কাঁচা রাস্তা	৫৯২ কি.মি।
২২.	জলাশয় (খাস পুকুর)	৩০ টি।
২৩.	আশ্রয়ন প্রকল্প	০২ টি।
২৪.	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১৩টি
২৫.	মোট কৃষি জমি	২৫,১০০ হেক্টর।
২৬.	মসজিদ	২৭৫ টি।

[illegible]	৭৫ টি।
[illegible]	
[illegible]	০১ টি।
[illegible]	০১ টি।
[illegible]	১৬৯ টি।
[illegible]	৬২ টি (বেসরকারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৪২টি - বেসরকারী নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয় - ২০ টি)।
[illegible]	২ টি ।
[illegible] নড়াইল সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ	১ টি।
[illegible]	১ টি।
[illegible]	১৩ টি।
[illegible]	১২টি
[illegible]	৬৫.৫%।
[illegible]	০৪ (চিত্রা/ কাজলা/ আফরা/ নবগঙ্গা)।
[illegible]	১৩ টি।
[illegible] (NGO)	২৮ টি ।
[illegible] কেন্দ্র	১০ টি।
[illegible]	০৮ টি।

[illegible] বাংলা পিডিয়া, নড়াইল সদর উপজেলার একাল ও সেকাল।

[illegible] জেলা থেকে সদর উপজেলার দুরত্ব মাত্র ০.৬ কি. মি.। সড়ক পথে নড়াইল সদরে বাস যোগে অতিসহজে [illegible] এছাড়াও অত্র উপজেলার ১৩ টি ইউনিয়নে লোকজন সড়ক পথে যাতায়াত করে। সদর উপজেলা মোট [illegible] জন, মহিলা- ১৩৭৮৬৫ জন)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০.১৩% | নড়াইল সদর মোট জনসংখ্যার [illegible] হিন্দু, ৭৩১১৩ খৃষ্টান ২০৫ জন, বৌদ্ধ ০২ জন, অন্যান্য ১৭৯ জন। । জনসংখ্যা ঘনত্ব প্রতি [illegible] কৃষি নির্ভর এই উপজেলায় মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৩৭,২২৬ হেক্টর।

উপজেলা খাতভিত্তিক তথ্যসম্ভার

হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের সাধারণ তথ্য

০১. উপজেলার অবকাঠামো বিষয়ক তথ্যাদি (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ-এলজিইডি)

বাংলাদেশের সামগ্রিক জন সংখ্যার সিংহ ভাগ অংশেই গ্রামে বসবাস করে। বৃহত্তর এই জনগোষ্ঠির আর্থ সামাজিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর নিবেদিত ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গ্রামীণ উন্নয়নের রূপক হিসাবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর অবদান অনেক বেশী। ইহা ছাড়া সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গ প্রত্যয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর নিরলস ভাবে কাজ করছে।

উপজেলার ২০১৬-১৭ সালের এলজিইডি বিভাগের কর্মকান্ড

কর্মকান্ড	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	বাজেট (টাকা)	বাজেটের টাকার উৎস
এডিপি প্রকল্প (পিআইসি)	১০০%	১০০%	৪৩৯৯০০০.০০	এডিপি
এডিপি প্রকল্প (টেন্ডার)	১০০%	১০০%	১১৪৪৬০০০.০০	এডিপি
স্কুল নির্মান প্রকল্প(পিইডিপি-৩)	১০০%	৯০%	১৯৩০০০০০.০০	পিইডিপি-৩
স্কুল (বড় ধরনের মেরামত)	১০০%	১০০%	১৫৭৬০০০.০০	পিইডিপি-৩
স্কুল (Need Based)	-	-	-	-

উপজেলার ২০১৬-২০১৭ সালের এলজিইডি বিভাগের কর্মকান্ড

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরন	সম্ভব্য ব্যয়	মন্তব্য
০১	যোগাযোগ (রাস্তা ঘাট, ছোট ছোট বক্স কালভার্ট গাইড ওয়াল)	সদর উপজেলার প্রতিটি গ্রাম থেকে ইউনিয়ন সড়কের সাথে সংযোগ স্থাপন যাহাতে গ্রামের কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত মালামাল অতি দ্রুত ও সহজেই হাট বাজারে বহন করতে পারে।	২৫০০০০০০.০০	
০২	পানীয় জল: পয়নিস্কাশন	হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে আর্সেনিক মুক্ত পানি পৌছে দেওয়ার লক্ষে টিউবওয়েল স্থাপন এবং পয়:নিস্কাশনের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটারী লেট্রিন বিতরন।	১০০০০০০০.০০	
০৩	শিক্ষা	শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূলে শিক্ষা উপকরন বিতরন ও বিদ্যালয় মেরামত।	৮০০০০০০.০০	
০৪	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	গ্রামীন মানুষের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষে বিভিন্ন অবকাঠামো যেমন যাত্রী ছাউনি, ড্রেন, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মান	৮০০০০০০.০০	
০৫	স্বাস্থ্য সেবা ও সমাজ কল্যান	স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন সভা সেমিনার, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে স্যানিটারী ন্যাপকিন বিতরন এবং সমাজ কল্যান সম্পর্কিত যাবতীয় প্রকল্প গ্রহন।	৩০০০০০০.০০	
০৬	ক্রীড়া উন্নয়ন ও নারী ফোরাম	ছাত্র ছাত্রীদের ক্রীড়া উন্নয়ন ও মানুষিক বিকাশের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরন এবং বাল্য বিবাহের কুফল, মানব পাচার প্রতিরোধ নারী নির্যাতন সম্পর্কে সচেতনতা মূলক সভা সেমিনার করা।	৩০০০০০০.০০	
		মোট=	৫৭০০০০০০.০০	

উন্নয়নী মূলক প্রকল্প

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সম্ভাব্য ব্যয়
১	যোগাযোগ (রাস্তা ঘাট, ছোট ছোট বক্স কালভার্ট)		৩০০০০০০০
	পানীয় জল, পয়নিষ্কাশন		১০০০০০০০
	শিক্ষা		১৫০০০০০০
	প্রাতি অবকাঠামো		১০০০০০০০

নড়াইল সদর উপজেলা পরিষদের কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট

ক্রম নং	বিবরণ	অর্থ বছর				
	কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২
১	কর্মকর্তাদের বেতন	১৩৮৩৭২০.০০	১৪৫০৭৫০.০০	১৫৮৩৭২০.০০	১৬৮৩৭২০.০০	১৭৯০৭২০.০০
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৩২৮৪০০০.০০	৩৪৮৪০০০.০০	৩৫৮৪০০০.০০	৩৬৭৪০০০.০০	৩৭৮০০০০.০০
৩	বাড়ী ভাড়া ভাতা	১৮০৩৫৫৬.০০	২০২৫৬২৫.০০	২১০৩৫৫৬.০০	২২০৩৫৫৬.০০	২৪২০০০০.০০
৪	শ্রান্তিবিনোদন ভাতা	১০৫০০০.০০	১১৫০০০.০০	১২০০০০.০০	১২৫০০০.০০	১৩০০০০.০০
৫	উৎসব ভাতা	৭৫০০০০.০০	৮৫০০০০.০০	৮৫০০০০.০০	৯৫০০০০.০০	১০০০০০০.০০
৬	নববর্ষ ভাতা	৭৫০০০.০০	৮০০০০.০০	৯৫০০০.০০	১০০০০০.০০	১০৫০০০.০০
৭	চিকিৎসা ভাতা	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০
৮	ধোলাই ভাতা	৪৮০০.০০	৪৮০০.০০	৪৮০০.০০	৪৮০০.০০	৪৮০০.০০
৯	টিফিন ভাতা	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০
১০	শিক্ষা ভাতা	১৩৫০০০.০০	১৩৫০০০.০০	১৩৫০০০.০০	১৩৫০০০.০০	১৩৫০০০.০০
১১	ভ্রমন ভাতা	৪৫০০০০.০০	৪৫০০০০.০০	৫০০০০০.০০	৫১০০০০.০০	৫২৫০০০.০০
১২	ডাক টিকিট	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০
১৩	টেলিফোন	১০০০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০
১৪	ইন্টারনেট	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০
১৫	বিদ্যুৎ	৩৬০০০.০০	৩৬০০০.০০	৩৬০০০.০০	৪০০০০.০০	৪২০০০.০০
১৬	জ্বালানী	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১৫০০০০.০০	২০০০০০.০০
১৭	ইউনিফর্ম	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৮০০০.০০	১০০০০.০০
১৮	কম্পিউটার সামগ্রী	১০০০০.০০	১০০০০.০০	১৫০০০.০০	২০০০০.০০	২৫০০০.০০
১৯	আপ্যায়ন ব্যয়	৭৫০০০.০০	৭৫০০০.০০	৭৫০০০.০০	৮০০০০.০০	৯৫০০০.০০
২০	আসবাবপত্র মেরামত	২০০০০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০
২১	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	২৫০০০.০০	৩০০০০.০০	২৫০০০.০০	৩০০০০.০০	৩৫০০০.০০
২২	আসবাবপত্র ক্রয়	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০
	সর্বমোট	**৮৩৭৯৫৭৬.০০**	**৮৯৮৮৬৭৫.০০**	**৯৩৬৯৫৭৬.০০**	**৯৮৫৯০৭৬.০০**	**১০৪৪২৫২০.০০**

তথ্য সূত্র: এলজিইডি বিভাগ নড়াইল সদর,২০১৭।

০২.স্বাস্থ্য বিভাগ

সবার জন্য স্বাস্থ্য এই মন মন্ত্রে উপজেলা স্বাস্থ্য অফিস নড়াইল সদর উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে অঞ্চলের ডায়রিয়া ও পানি বাহিত রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সহকারী দ্বারা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। তা শিশুদের মারাত্বক ৬ টি রোগ প্রতিরোধের জন্য ইপিআই কার্যক্রম প্রতি ইউনিয়নের প্রতি ওয়ার্ডে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তা মাঠ পর্যায়ে কালাজ্বর রোগী, জটিল রোগী সনাক্তকরণ ও রেফারাল কার্যক্রমে মাঠ কর্মীরা সহায়তা করে থাকে।

উপজেলা স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য

হাসপাতাল / স্বাস্থ্য কেন্দ্র	কেন্দ্রের নাম	ডাক্তারের পদ সংখ্যা	বর্তমান ডাক্তারের সংখ্যা	স্বাস্থ্য সহকারীর পদ সংখ্যা	বর্তমান স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা	স্বাস্থ্য কর্মীর পদ সংখ্যা	বর্তমানে স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা
উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র	উপজেলা স্বাস্থ্য অফিস,সদর,নড়াইল।	০২	০১	৪৯	২৫	৪৯	২৫
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০৩ টি	০৩টি	০১ জন	-	-	-	-
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রের সংখ্যা	নিজস্ব স্থাপনা নাই	১০ জন	০	-	-	-	-
কমিউনিটি ক্লিনিক	২৯টি	নেই	নেই	-	-	২৯	২৯

র্বমান চিত্র	বার্ষিক মেট সংখ্যা/হার	সেবার ধরণ	মন্তব্য
জরুরী বিভাগে স্বাস্থ্য সেবা			সদর উপজেলায় এই কার্যক্রম নাই
বহি বিভাগে স্বাস্থ্য সেবা			ঐ
অন্ত বিভাগে স্বাস্থ্য সেবা			ঐ
আবাসিক ডাক্তার সংখ্যা			ঐ
গর্ভবতীর পরিচর্যা			তিনটি উপস্বাস্থ্য ও ২৯টি সিসিতে বৎসরে প্রায় পাঁচ হাজার গর্ভবতী মাকে এএনসি সেবা প্রদান করা হয়।
মাতৃ মৃত্যুর হার			১০০০০০ লাক্ষে ৭০ জন
নবজাতকের পরিচর্যা			৫টি সিসিতে ডেলিভারী কার্যক্রম চালু আছে।
শিশু মৃত্যুর হার			১০০০ হাজারে ২৮ জন।
জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপকরণ বিতরণ টীকা দান কর্মসূচী	০-১১ মাস: ৪৬৮২ ১৫-৪৯ বছরের মহিলা ১০৪৯৪	অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র	উদ্বুদ্ধকরন কার্যক্রম চালু আছে। রোগ প্রতিশোধক টিকা প্রদান করা হয়।

উপজেলা ২০১৬-২০১৭ সালের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা

কর্মকান্ড	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষমাত্রা অর্জন	বাজেট (টাকা)	বাজেটের উৎস
ই.পি.আই ভিটামিন এ প্লাস		০-১১ মাস : ৪৬৮২ ২৫০০০ জন		সরকারী বরাদ্দ সরকারী বরাদ্দ

তথ্য সূত্র ঃ উপজেলা স্বাস্থ্য. বিভাগ নড়াইল সদর,২০১৭।

[illegible] পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ

[illegible] রক্ষার অন্যতম শর্ত, মানুষের ভারসাম্য রক্ষা। একটি দেশে নির্দিষ্ট ভূখন্ডে তার ভৌগলিক সীমারেখায় [illegible] সে তুলনায় জনসংখ্যা আছে কিনা? অভ্যন্তরীন সম্পদের উপযোগিতার বিচারে কাম্য [illegible] কিনা? এ সকল প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর থাকলেই কেবল ভারসাম্যের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়। এই [illegible] মধ্যে ১৯৬৫ সালে পরিবার পরিকল্পনা নামক বিভাগের জন্ম হয়। তার পর থেকে বিভিন্ন নামে এ [illegible] থেকে বাড়ি বাড়ি সেবার জন্য নির্ধারিত হয় কর্ম পদ্ধতি। নিয়োগ করা হয় জনবল। ৫১৮ জন [illegible] ১ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী এবং একটি ইউনিয়নে একজন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক নিয়োগের [illegible] কয়েক দশক ধরে এই নিয়মেই আবর্তিত হয় রুটিন কাজটি। কখনো কখনো কিছু নিয়মের পরিবর্তন [illegible] লেভেলের সেবার কোন মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। যা ঘটেছে তাহলো নিয়োগকৃত জনবলের চেয়ে [illegible] বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শুরুতে যে ভাবে কাজের গতি ও কর্ম উদ্দিপনা নিয়ে কর্মসূচি চলছিল। ডিজিটাল [illegible] ছন্দ পতন ঘটেছে। প্রতিনিয়ত ছন্দ হারানো কর্মসূচিকে অধিকতর বেগবান ও মানুষের কল্যাণে [illegible] কার্যকর করা জরুরী।

[illegible] পরিবার পরিকল্পনা এমন একটি সেবা যা মানুষের একান্ত ও পারিবারিক বিষয় নিয়ে কাজ করে। এটি [illegible] পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে গ্রামের নিতান্তই সহজ সরল মানুষের সঙ্গে যখন কথা বলেছি [illegible] এ মানুষ গুলো কতভাবে তাদের দাম্পত্য জীবনের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি হারিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে [illegible], শারীরিক এবং আর্থ-সামাজিকভাবে। এটি হয়েছে তাদের অজান্তে এবং অজ্ঞানতার কারণে। বিদ্যমান [illegible] কারণে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি অর্থাৎ জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সংগ্রহ এবং প্রদান দুটিতেই কিছু সীমাবদ্ধতা [illegible] কিছু নিয়ম। এই সামজিক ও পরিবেশগত সমস্যার বেড়াজালে পড়ে অনেকে এ পদ্ধতি থেকে ঝরে [illegible] হয়ে পড়ছে মা ও সন্তান (অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণের কারণে)। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সমাজ, দেশ। সেখান [illegible] ঝরে পড়া হ্রাস ও মা এবং সন্তানের নিরাপত্তার জন্য কাজ করার। বিভাগের নিয়মিত কাজের পাশাপাশি [illegible] নিয়ে এ বিভাগকে সমৃদ্ধি করা প্রয়াস অব্যহত থাকে। পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু সেবা, কিশোর [illegible] প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সেবা কর্মসূচি নিয়ে চলছে এর অগ্রযাত্রা।

মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

১. প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি

যেকোন কাজের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য মনিটরিং এবং মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নড়াইল সদর উপজেলার পরিষদ কর্তৃক গৃহীত এই পরিকল্পনা বাসতবায়নের এবং সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্প এবং স্থানীয় চাহিদার আলোকে এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। এর পূর্বে স্থায়ী কমিটির সুপারিশের আলোকে উপজেলা প্রকল্প বাছাই কমিটির মতামত গ্রহণ করা হবে এবং সবশেষে উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় তা অনুমোদন করে নেয়া হবে। প্রকল্প সমূহ টেন্ডার কিংবা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে সম্পাদিত করা হবে। প্রকল্পের কাজ চলাকালে প্রতিটি প্রকল্প মনিটরিং এর জন্য একটি মনিটরিং টীম গঠন করা হবে। উক্ত মনিটরিং টীম সময়ে সময়ে সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সমন্ধে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে অগ্রগতি এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করবে। সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি সভায় আলোচনা পূর্বক তা উপজেলা পরিষদে প্রেরণ করবে। প্রতিটি বিল পরিশোধের পূর্বে কাজের অগ্রগতি এবং মূল্যায়ন সম্পর্কে যথাযথভাবে নিশ্চিত হয়ে বিল পরিশোধ করবে। এছাড়া প্রতিটি প্রকল্পস্থলে একটি পরিদর্শন বহি থাকবে সেখানে পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পরিদর্শন পূর্বক মূল্যায়ন করে মন্তব্য লিখবেন। উপজেলা পরিষদের মাসিক সভা ছাড়াও বিশেষ সভায় প্রকল্পের অগ্রগতি এবং মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

২. সুশাসন

সুশাসন বর্তমানে পরিচিত একটি শব্দ। নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ প্রশাসনই হচ্ছে সুশাসন। সুশাসন হলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চা ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এক কথায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও জনকল্যাণমূলক কাজ করা। সুশাসনের ফলে জনগণ মালিকানা বোধ করে ও নাগরিক দায়িত্ববোধে সোচ্চার হয়।

৩. জনতার মুখোমুখি প্রশাসন ঃ

সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নড়াইল সদর উপজেল প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত সকল বিভাগের কর্মকর্তাসহ ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যানসহ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)কে নিয়ে জনতার সম্মুখে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যক্রম সমন্ধে ধারণা প্রদান করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেবা পেতে কোন অসুবিধা হয় কিনা সে বিষয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয় এবং সে প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৪. পদ্ধতিগতভাবে মাসিক সভা ঃ

শক্তিশালী ও জবাবদিহিতামূলক উপজেলা পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে নিয়মিত মাসিক সভা আয়োজন করা। সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সভা পরিচালনা করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সভায় জনপ্রতিনিধিদের ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। সভার কার্য বিবরণী তৈরী করা এবং সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করা। সে লক্ষ্যে নড়াইল সদর উপজেলা পরিষদের নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৫. উন্মুক্ত বাজেট সভা ঃ

উপজেলা পরিষদের বার্ষিক বাজেট জনগণের কাছে উন্মুক্ত করা প্রতিষ্ঠানটির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার একটি প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়ে জনগণ তাদের আশা-আকাঙ্খার কথা তুলে ধরতে পারে। তাই এটিকে অত্যন্ত যৌক্তিক ভিত্তিতে পরিষদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাভূক্ত করা হয়েছে। ১১/০৫/২০১৭ ইং তারিখে নড়াইল সদর উপজেলা পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৬. স্থায়ী কমিটির সভা ঃ

কার্যকর উপজেলা পরিষদ গঠনে স্থায়ী কমিটির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নড়াইল সদর উপজেলা পরিষদে দুইমাস অন্তর অন্তর স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থায়ী কমিটি উপজেলা পরিষদকে বিভিন্ন ইস্যুতে সুপারিশ ও পরামর্শ দান করার মাধ্যমে সক্রিয় রাখে। সুতারাং উপজেলা পরিষদের দিক থেকে বিষয়টিকে পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

উপসংহার

যে কোন কর্মকান্ড সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য চাই একটি বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা। আর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য চাই সত্যিকারের উদ্যোগ ও সঠিক কর্মকৌশল নির্ধারণ। সেই সাথে চাই কাজের প্রতি ভালবাসা ও জবাবদিহিতা। সর্বোপরি সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সত্যিকারের জনসেবার মনমানসিকতা। বর্তমান সরকার স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করণের মাধ্যমে উন্নয়নকে জনগনের দোড়গোড়ায় পৌছানো তথা একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মেকাবেলা করার জন্য বদ্ধ পরিকর। এই পরিকল্পনা প্রনয়নে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় নাই বিধায় এতে অনেক ভুল ত্রূটিসহ অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কমিটি মনে করে। উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাই উন্নয়নের স্বার্থে রচিত এই বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন তথা সংস্কারের কাজ অব্যাহত থাকবে। এজন্য সকল শুভানুধ্যায়ী এবং জনসেবকদের মূল্যবান এবং আন্তরিক পরামর্শ বিশেষভাবে প্রয়োজন। সেই সাথে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সকল সরকারী, বেসরকারী এবং জনপ্রতিনিধিসহ সকল স্তরের জনগনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন এবং সার্বিক সহয়োগীতা একান্তভাবে প্রয়োজন । তবেই সফল হবে এই বার্ষিক পরিকল্পনার সকল স্বপ্ন ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা।

ছায়া-সুনিবিড় উপজেলা পরিষদ চত্বর

উপজেলা পরিষদ

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
নড়াইল সদর, নড়াইল ।
অক্টোবর ২০১৭ খ্রিঃ ।